

কাঠ



কাঠ প্রাকৃতিক একটি নির্মাণ উপাদান। এর ব্যবহারে বাড়ির সৌন্দর্য যেমন বাড়ে, তেমনি টেকসই হয়। সাধারণত দরজা, জানালার পাল্লা ও চৌকাঠে, সিডি বা বারাল্দার রেলিং তৈরিতে, অল্দরসজ্জা ও আসবাবপত্র নির্মাণে কাঠের প্রয়োজন।

ভালো কাঠ চেনার উপায়:

- ▶ কাঠের আবরণের কিছুকিছু জায়গা সাদা -মানে অসার কাঠ এটা খুবই ক্ষতিকর, অল্পসময়ে ঐ জায়গাতে ঘুনে ধরবে।
- ▶ কাঠের রঙ একই রকম উজ্জ্বল হবে। কান্ডের গোড়ার দিকের কাঠ ব্যবহারে রজন্য উত্তম।
- ▶ ভালো কাঠের নিরেট ওজন থাকে, অসার কাঠ হালকা।
- ▶ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে পরিষ্কার শব্দে দেবে, চেবচেবে শব্দ দিলে তা ভালো লক্ষণ নয়।

কাঠ সিজনিং:

- ▶ কাঠের ভিতরের জলীয় অংশ উত্তমরূপে বের করে দেবার পদ্ধতিকে সিজনিং বলে।
- ▶ গাছ কাটামাত্রই কাঠ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ▶ ভালো করে সিজনিং করেই তা ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় ঘুনে ধরতে পারে, বেকে ঘেতে পারে।

সিজনিং সাধারণত তিন ভাবে করা যায়:

ন্যাচারাল সিজনিং:

কাঠ প্রয়োজনীয় সাইজে কেটে একটার উপর একটা সাজিয়ে রেখে উপরে ছাউনি দিয়ে দিতে হবে। এ অবস্থায় পানি লাগেনা, কিন্তু আলো-বাতাস পায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নিচ থেকে স্যাতসেতে মাটি কাঠে স্পর্শ না করে।



স্টিম সিজনিং:

স্টিমের সাহায্যে, ধোয়া দিয়ে অথবা কেমিক্যাল প্রয়োগ করে কাঠের সিজনিং করা যায়। এতে সময় কম লাগে

ওয়াটার সিজনিং:

এই পদ্ধতিতে কাঠ ও কাঠের গুড়ি বাকল ছাড়িয়ে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এরপর তা তুলে এনে কিছুদিন ছায়াতে রেখে দিলে সিজনিং ভালো হয়।



কাঠ সংরক্ষণ:

- ▶ কাঠে সাধারণত পেইন্ট বিটুমিন, প্রলেপ, বার্নিশ ইত্যাদি যথাযথ নিয়মে দিয়ে সংরক্ষন করা হয়।
- ▶ মাটির নিচে চলে যাবে এমনক্ষেত্রে কাঠে আলকাতরা দিতে হবে।
- ▶ যে সমস্ত কাঠে তাপ, রোদ, পানি বা বৃষ্টি লাগে সেসমস্ত কাঠে বার্নিশ না দেয়াই ভালো, এতে ভেতরে বাতাস বা তাপ প্রবেশ করতে পারেনা।
- ▶ পানি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষার জন্য লিকার পলিশ করতে হবে।